দৈনিক ইনকিলাব

JUN. 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা মিশন এখন দ্রুত নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়

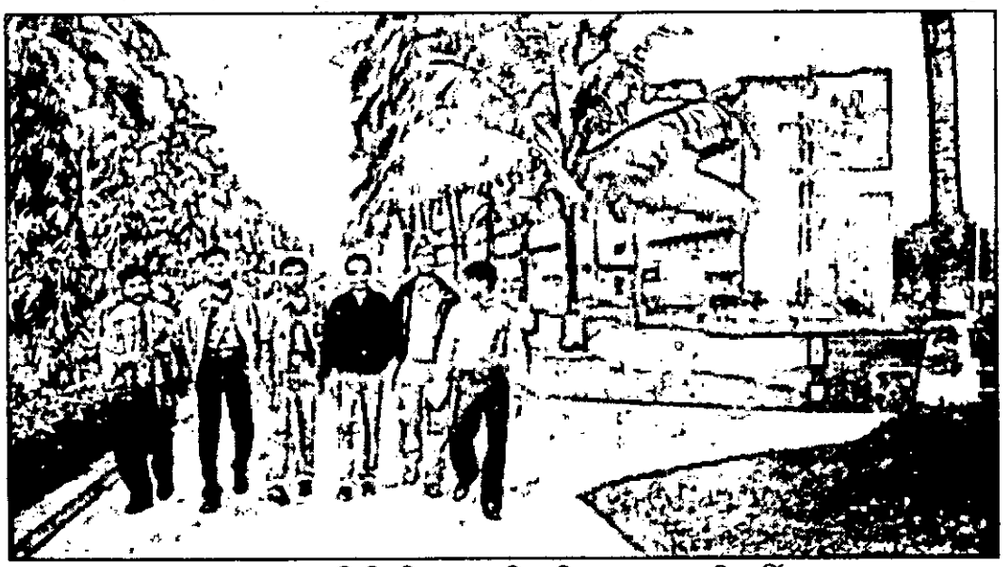

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে যায় জ্ঞানচর্চার উদ্দীপনায়। দশটি হলের ছয় হাজার ছাত্রছাত্রীর পদচারণায় কৃষি ক্যাম্পাসের সবুজ-শ্যামল চত্বর সিক্ত হয়ে ওঠে। অনুষদীয় ভবনগুলো ন্যস্ত হয়ে পড়ে কৃষি গবেষণার অক্লান্ত কাজে। বেলা বাড়তে থাকে। সকাল পেরিয়ে দুপুর- দুপুর গড়িয়ে বিকাল তারপর সন্ধ্যা। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিনোদন, খেলাধুলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত দশটি হলের জীবনমানের স্বাভাবিকতা কখনো কঠিন, কখনো তরল আবার কখনোবা বিচ্ছিন্নতার সীমাহীন স্বপ্নবিলাস। হিমালয়ের সখ্য আর ব্রহ্মপুত্র ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ মিতালীর সাজের মায়া, মাটির কারোর এই ক্যাম্পাসের সামাজিকতা অনেকটা রাজনৈতিক আবর্তনে আবর্তিত। সেই সাথে প্রভাবিত শিক্ষাতন্ত্র। এরই শৃংখলে আবিষ্ট ছাত্রদের নিজস্ব চিন্তা, চেতনা ও মননের স্বপ্ন ভেসে বেড়ায় ভিতরে, বাহিরে, দূরে এক অজানা সীমান্তে। উচ্চতর শিক্ষা মিশন গত ত্রিশ দশকে ঠেলাগাড়ী, মালগাড়ী থেকে এখন বর্তমান পর্যায়ে বেশ দ্রুত, নিরাপদ ও আরামদায়ক অবস্থায় উপনীত হলেও মাঝে মাঝে বিধি বাম হয়ে দাঁড়ায়। চার বছরের অনার্স ও দেড় বছরের এমএস ডিগ্রী অর্জনের ক্ষেত্রে 'যৌবনের মূল অংশ' অতিক্রান্ত হওয়াটাই নব্বই-এর দশকে অনেকাংশেই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে মিশনের যথার্থ সময়টুকু লম্বা হওয়ার পেছনে 'রাজনৈতিক কিচ্ছা-কাহিনী' দায়ী।

স্বাধীনতা-পরবর্তী থেকে বর্তমান পর্যন্ত সেশনজটের গ্যাঁড়াকলে পড়ে স্বপ্ন হারিয়ে গেছে মূলত এরশাদের শাসনকালে। আর '৯৬ থেকে ২০০০ ইং পর্যন্ত ক্যাম্পাসের পাঁচটি বছর ছিল দোজখখানা। পাপাচার-অনাচারে অশান্ত মনের বৈরীভাবের শিক্ষাঙ্গনে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ত্রাস ঘটায় ইতিহাস, ঐতিহ্য সবই খোয়া যায়। '৯১ থেকে '৯৯ পর্যন্ত ছাত্ররা ভোগ করে এরশাদের শাসনকালে সৃষ্ট সেশনজটের আজাব। এত শিক্ষা-দীক্ষার জট কাহিনী। জীবনমানের স্বাভাবিকতা তথা নিত্যদিনের ইত্যাকার অবস্থার হিত ও বিপরীত প্রশ্নে বলা যায়, ক্যাম্পাসের ছাত্ররা মানসিক নির্যাতনের শিকার '৯৬ থেকে ২০০০ পর্যন্ত। দশটি হল তথা ক্যাম্পাসের রাজধানী হিসেবে ভাবা হয় শহীদ শামসুল হক হলকে যা সব কিছুর প্রাণ। ছাত্রলীগের টপটেরর আব্দুস সালাম দেশকে যেমন ভেবেছিল তার বাবার, তেমনি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সংলগ্ন রাস্তায় শিক্ষার্থীরা

শহীদ শামসুল হক হলকে ভেবেছিল তার বাবার বাড়ী। আর হলটির জিনিসপত্রগুলো যেন ছিল তার মায়ের। দুঃখজনক বিষয় যে, হলটির টেলিফোন সেটটি ছিল তার রুমে। আর পত্রিকাগুলো ছিল তার চেলাদের রুমে। ফলে গত পাঁচ বছরে ছাত্ররা টেলিফোন ব্যবহার করতে পারেনি। কমনরুমে ছিল মাত্র একটি পত্রিকা। ফলে ছাত্ররা ছিল মূলত বিচ্ছিন্ন ও জিম্মি অবস্থায়। হলের গার্ডদের রাখা হয়েছিল গেইটের বাইরে। ডাইনিং-এ ফাও খাওয়া, টিভি রুমের নিয়ন্ত্রণ, কর্মচারীদের গালিগালাজ করা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা হল, ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা ছিল সত্যিকারের চোর। টপটেররর ছিল বড় চোর যেখানে ভাগাভাগিতে দ্বন্দ্ব ছিল চরমে। কম্পিউটার চুরি করে সেটা নিয়ে রাজনীতি করা, অন্যদিকে ছাত্রদলের ছেলেদের রুম থেকে নগদ টাকা চুরি করে নেয়া- এই সবই যেন 'জাতির আব্বার' পাওয়া 'জেনেটিক্যাল কেরেকটার'। আর এই যাতনায় পিষ্ট হয়ে শিক্ষা জীবনের মানসিক নির্যাতনের সময়টুকু অতিক্রম করল ছাত্ররা। ২০০১-এর পর বদলে গেছে দৃশ্যপট। দূর হয়েছে শয়তানী নেতৃত্ব। শক্ত হাতে হাল ধরেছে জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তি। কঠিন সত্য বিষয় যে, হলে এখন কোন চুরির ঘটনা নেই। হাসি ফুটেছে ডাইনিং বয়দের, হলের গার্ডদের। হলের গার্ডরা এখন রাত্রিবেলায় গেইটরুমে আরাম করছে। গভীর রাত্রিতে তাদের বোরখা পরা মহিলা দেখতে হয় না যেমনটি ছাত্রলীগের নেতারা এ কাজে লিপ্ত ছিল। কথা প্রসঙ্গে এক গার্ড বলল- 'স্যার দেখছেনত, কি কষ্টডাই না হেরা আমাগোরে দিছে, আসলেই হেরা ছিল অমানুষ, আল্লাহ ঠিক বিচারই করেছে।' হলগুলোতে এখন সর্বাত্মক পত্রিকা সরবরাহ করা হচ্ছে। আর শামসুল হক হলের টেলিফোন সেটটি মনে হয় হলের পাঁচ শত ছাত্রের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত, যেখানে সিনিয়র নেতাদের লাইনে দাঁড়াতে হয়।

গণতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার মনে হয় হলের পাঁচ শত ছাত্রের সবাই নেতা। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখন একটি ফ্যামিলির মত যেখানে ছাত্রছাত্রীরা একটি নিরপেক্ষ সুখের রাজ্যে পড়াশোনা করছে। বিনোদন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এখন বেশ প্রসারিত এবং স্বাধীন। হলের ডাইনিংগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাবলীগদের হাতে। ছাত্র শিবিরের একজন ছন্দের সাথে বললেন- 'নো ঝামেলা, নো টেনশন, সুস্থ দেহ সুস্থ মন, আরাম-আয়েশে দিনযাপন, এই তো সুন্দর হল জীবন।' ফ্রন্টের এক সদস্য বললেন- 'হল জীবন সুখের জীবন, যদি না থাকে কোন একজামিনেশন'। তবে একজামিনেশন সময় মতই দিতে হচ্ছে। কেননা শিক্ষকরা এখন পরীক্ষা পেছানোর কোন ছুঁতাই শুনতে রাজী নন। শিক্ষকদের কথা- 'স্বপ্ন দেখো না, পড়াশোনা করো, কাজে যাও, নিজের চিন্তা করো, সমাজের চিন্তা করো, দেশের চিন্তা করো।' ফলে বাস্তবতার সাথে এখন সেশনজটের কোন 'ফাংশন' নেই। মোটের উপর সার কথা হলো- 'বাকৃবির শিক্ষা মিশন এখন বেশ দ্রুত, নিরাপদ ও আরামদায়ক।' এই ধারা অব্যাহত থাকুক- এটাই সবার প্রত্যাশা।

❑ আতিকুজ্জামান স্বপন